অক্টোবর ৩, ২০২৫

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

প্রস্তাবিত জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫ (খসড়া)

টিআইবি'র পর্যালোচনা ও সুপারিশ

ভূমিকাঃ

ইন্টারনেট ভিত্তিক তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে তথ্য বা উপাত্ত (data বা information) এর গুরুত্ব অপরিসীম বলে এর গুরুত্ব বুঝাতে তথ্য বা উপাত্তকে অনেকে তাই ইন্টারনেটের জ্বালানি বা খনিজ তেল, মুদ্রা বা সোনার সাথে সংযুক্ত করে নানান ধরনের উপমা ব্যবহার করেন। যদিও, সকল ধরনের উপমা একত্র করেও বর্তমান বিশ্বে তথ্য বা উপাত্তের প্রকৃত গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ কারণে, তথ্য বা উপাত্তকে এখন কৌশলগত সম্পদ (strategic asset) হিসেবেও বিবেচনা করা হয়।

তথ্য বা উপাত্তকে আবার দুধারী তলোয়ার (double-edged sword) বা দ্বৈত উদ্দেশ্য (dual purpose) সাধক বস্তুর সাথেও তুলনা করা হয়- এর যথাযথ ব্যবহার করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা যেমন নানান সুবিধা পেয়েছে, তেমনি স্বেচ্ছাচারী সরকার তথ্য বা উপাত্তকে নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে বা বিভিন্ন অন্যায়কে বৈধতা দিতে ইচ্ছাকৃত অপব্যবহারের নানান উদাহরণ ও আছে। আবার অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে অপরাধী চক্রের কাছে এমন তথ্য বা উপাত্ত পড়ে তা মানুষের জীবনে বিভিন্ন দুর্ভোগ বয়ে আনার ও নজির অগণিত। তাই বিষয়টির গুরত্ব এবং সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে অন্তত এ বিষয়ে জ্ঞাত কারও কোন ধরনের দ্বিধা নেই, এবং গত শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই এই বিষয়টির আইনি ও কারিগরি সুরক্ষা দেয়ার ব্যাপারে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

বর্তমান ইন্টারনেটভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থায় তথ্য বা উপাত্ত কেবল কিছু সংখ্যা বা তথ্য নয়। এর সাথে নানান বিষয় জড়িত বলে। যেমনঃ দ্রুত জনসেবা প্রদান, জাতীয় নিরাপত্তা, সাইবার নিরাপত্তা, দেশীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জীবনচক্রে জড়িত বিভিন্ন ধরনের ও পেশার মানুষ, বিভিন্ন শ্রেণী-বয়স-পেশার মানুষ এবং তাদের সাক্ষরতার স্তর, জনসাধারণের মানবাধিকার (মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, গোপনীয়তা), ভোক্তা অধিকার, মেধাস্বত্ব (কপিরাইট, গোপন তথ্য, ট্রেডমার্ক, ডেটাবেইস), আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, ইত্যাদি। এর সাথে আরও জড়িত থাকে মানব সম্পদ, আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতার দিক। পাশাপাশি এর সাথে গুরুত্বপূর্ণ আরও কিছু দিক অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমনঃ ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বহনযোগ্যতা, ডিজিটাল বিষয়বস্তুর তত্ত্বাবধান, জবাবদিহিতা এবং যাচাইকরণ, উন্নত তথ্য বিশ্লেষণ এবং অ্যালগরিদমের স্বচ্ছতা, ইত্যাদি।

তাই, এ বিষয়ক যেকোন সিদ্ধান্ত এবং আইন করার আগে উপরিউক্ত বিভিন্ন দিক এবং এ সম্পর্কিত বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় আইনের বিভিন্ন বিধান বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি মূল বা ভিত্তি গবেষণা (foundational বা benchmark study) করতে হয়। এই ধরনের একটি গবেষণা সরকারকে সম্ভাব্য যে আইন করার চিন্তা করা হচ্ছে তার প্রভাব মূল্যায়ন (Regulatory Impact Assessment) করতে সাহায্য করে, যেখানে প্রথমে সমস্যাটি চিহ্নিত করা হয়, তারপর বিভিন্ন আইনী বিকল্প চিন্তা করা হয়, এরপর এ সম্পর্কিত তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করে, লাভ-ক্ষতির হিসাব বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন বিকল্পকে পর্যালোচনা করা হয়, তারপর চিহ্নিত সমস্যাটির সবচাইতে কাঙ্ক্ষিত বা উপযোগী সমাধান বিবেচনা করে তা

অংশীজনদেরকে জানানো হয়। তারপর, অংশীজনের মতামত বিবেচনায় নিয়ে এ সংক্রান্ত আইনের খসড়া প্রস্তুত করতে হয়। যেকোন আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াতে যেহেতু নানান বিষয়, বিশেষ করে জনগণের করের টাকা গড়ে উঠা বাজেট থেকে খরচ করা এবং আইন প্রণয়ন পরবর্তী এর বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জড়িত থাকে তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আইন প্রণয়নের উত্তম চর্চা (Good Regulatory Practices) গড়ে উঠেছে এবং আইন প্রণয়নের উত্তম প্রক্রিয়া Good Legislative Design/Process) ও জনপ্রিয় হচ্ছে।

অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল বিশ্ব সম্পর্কিত যে কোন আইন বা নিয়মকানুন করে তা মানুষের উপর চাপিয়ে শুধু দিলেই হয় না, এর বাস্তবায়নের জন্য যেহেতু সংশ্লিষ্ট সরকারী-বেসরকারী, দেশের সকল স্তরের মানুষ, এবং দেশী-বিদেশী বিভিন্ন স্তরের উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক, কারিগরি এবং মানব সম্পদের সক্ষমতার বিষয়টি জড়িত, তাই ডিজিটাল বিশ্বব্যবস্থায় তথ্য বা উপাত্ত নিয়ে আইন করার আগে দক্ষতার সাথে যথেষ্ট সতর্কতা ও কৌশল অবলম্বনের দরকার পড়ে। বিশেষ করে তথ্য বা উপাত্ত নিয়ে যেকোন আইন করার ক্ষেত্রে এমন সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কারণ এর সাথে জড়িত থাকে ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বহনযোগ্যতার বিষয়টি। পাশাপাশি বিবেচনা করতে হয় ডিজিটাল বিষয়বস্তুর তত্ত্বাবধান, জবাবদিহিতা এবং যাচাইকরণ, উন্নত তথ্য বিশ্লেষণ, অ্যালগরিদমের স্বচ্ছতা এবং ব্যবহার, ডিজিটাল ব্যবসার পরিধি, সুযোগ এবং নেটওয়ার্ক প্রভাব, ডিজিটাল পরিষেবাগুলি ব্যাঘাতের ক্ষেত্রে আপেক্ষাকৃত সহজতা এবং গোপনীয়তা, তথ্য বা উপাত্ত এবং ডিজিটাল ব্যবস্থার বৈশ্বিক প্রকৃতি, এবং ডিজিটাল অবকাঠামো এবং নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আমরা মনে করি বর্তমানের ডিজিটাল নির্ভর বিশ্বব্যবস্থায় এ পরিসর সম্পর্কিত আইন করার উদ্যোগ অবশ্যই গ্রহণ প্রয়োজন। কিন্তু, সামগ্রিকভাবে ডিজিটাল জগতের পরিসরের ব্যাপকতা বিবেচনায় না নিয়ে, বিদ্যমান ব্যবস্থার সমস্যা চিহ্নিত না করে, সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞ ও অংশীজনদেরকে এই প্রক্রিয়ায় প্রথম থেকেই অন্তর্ভুক্ত না করে এবং আইন প্রণয়ণের ক্ষেত্রে কোন ধরনের লাভ-ক্ষতির হিসাব (cost-benefit analysis) না করে যাচাই-বাছাই ছাড়া কেবল মাত্র একটি বা দুটি আইন দিয়ে এই বিষয়টির বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান না করে তা কেবল নানান ধরনের জটিলতাই বাড়াবে, এবং বহুমাত্রিক অধিকারহরন, বিশেষ করে ব্যাক্তিগত ও ব্যবসায়িক তথ্যের ওপর সরকারি নজরদারির ঝুঁকি বাড়বে।

সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ যারা তথ্যে-উপাত্তের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আইন প্রণয়ন করেছে তাদের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, আইনের প্রয়োগের জন্য তারা তথ্য বা উপাত্ত (data বা information)-কে বড় দাগে দুইভাগে ভাগ করেছে। এগুলো হচ্ছে- (ক) সরকারী ও (খ) বেসরকারী তথ্য বা উপাত্ত। এরপর বেসরকারী উপাত্তকে আবার দুই ভাগে ভাগ করেছে- (অ) ব্যক্তিগত তথ্য ও (আ) ব্যবসায়িক তথ্য। তাহলে,আইনের প্রয়োগের জন্য তথ্য বা উপাত্ত (data বা information)-কে সাধারণতঃ তিন ভাগে অর্থ্যাৎ সরকারী তথ্য, ব্যক্তিগত তথ্য ও ব্যবসায়িক তথ্য এই তিনভাগে ভাগ করা হয়।

এই তিন ধরণের তথ্যে-উপাত্তের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনার জন্য আবার অনেক গুলো আইন থাকতে পারে। উদাহরণ স্বরুপঃ শুধুমাত্র ইউরোপে তথ্য বা উপাত্ত (data বা information) সম্পর্কে কমপক্ষে বিশ (২০)-টি মূল আইন আছে। উদাহরণস্বরুপঃ সরকারী তথ্য-উপাত্ত পারস্পারিক আদান-প্রদানের জন্য আছে Data Governance Act, Open Data Directive, ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত সুরক্ষার জন্য আছে EU General Data Protection Regulation এবং ব্যবসায়িক তথ্য-উপাত্ত সুরক্ষার জন্য আছে Free Flow of Non-Personal Data Directive, Trade secret Directives। এছাড়া, এগুলো বাস্তবায়নের জন্য অসংখ্য নীতিমালা (Guidelines বা Code) আছে। এছাড়া, ইউরোপের আদালত ক্রমাগত এসব আইনের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যা দিয়ে যাচ্ছে, যেগুলোও আইনের মতোই মর্যাদাপূর্ণ এবং সংশ্লিষ্টদের উপর বাধ্যবাধকর। এমন আইনী কাঠামো বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রেও দেখা যাবে।

উপরিউক্ত আলোচনার পটভূমিতে, আমরা প্রস্তাবিত আমরা জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫ কে পর্যালোচনা করতে পারি।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিতঃ

বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগষ্ট আন্দোলনের পর গঠিত বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সরকারের সকল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব বন্টনের পর প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস যতোগুলো মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্ব নিজের অধীনে রেখেছেন তার মধ্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় অন্যতম। এই মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ আগষ্ট, ২০২৪ পরবর্তী সময়ে কমপক্ষে তিনটি অধ্যাদেশের খসড়া প্রকাশ করেছে।

যার মধ্যে একটি খসড়া, অর্থ্যাৎ সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫(২০২৫ সনের ২৫ নং অধ্যাদেশ) ইতোমধ্যে অধ্যাদেশ আকারে আইন হিসেবে চূড়ান্তভাবে প্রণীত হয়েছে, যা গত ২১ মে, ২০২৫ থেকে কার্যকরও হয়েছে। সেই অধ্যাদেশটি চূড়ান্ত করার আগেও আমরা এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাদের মতামত দিয়েছিলাম, যদিও এসব মতামতের বেশির ভাগই যে চূড়ান্ত অধ্যাদেশে রাখা হয়নি তা জাতিসংঘসহ মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংস্থা পরবর্তীতে জানিয়েছে বলে সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যাদেশটি অর্থ্যাৎ ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা অধ্যাদেশ আগের সরকারের আমলে প্রণীত খসড়ার চলমান রুপ, যার সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমরা সময়ে সময়ে আমাদের মতামত প্রদান করেছি। যদিও সেই খসড়াটি চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই, কিন্তু আলোচ্য জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর পরিপ্রেক্ষিতে খসড়া ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশটি গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই দুটি অধ্যাদেশকে পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তিমুলক (mutually inclusive) করা হয়েছে [ধারা ৩, খসড়া জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালনা অধ্যাদেশ, ২০২৫]।

আলোচ্য তৃতীয় খসড়া অধ্যাদেশ অর্থ্যাৎ জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর উপর বিস্তারিত মতামত দেয়ার আগে আমাদের নিম্নের কয়েকটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ প্রথমে উপস্থাপন করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি-

১। বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উদ্যোগে ডিজিটাল জগত সম্পর্কিত যে দুটি অধ্যাদেশ (একটি চূড়ান্ত এবং একটি খসড়া) করা হয়েছে তাদের প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সাথে আগের বিগত কর্তৃত্ববাদী জনবিচ্ছিন্ন সরকারের অনুসৃত প্রক্রিয়ার মধ্যে গুণগতভাবে কোন পার্থক্য করা কঠিন। বরং, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সংস্কার ও পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণকারী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এ ব্যাপারে আগের সরকারের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে বা একই চর্চা অনুসরণ করে চলেছে।

ডিজিটাল জগত সম্পর্কে আইন-কানুন ও বিভিন্ন নিয়ম প্রচলনের ক্ষেত্রে করার বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রস্তাবিত এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুসৃত উত্তম চর্চা অনুসরণ না করে, যেমনঃ যথাযথ গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে একটি একাডেমিক গবেষণা না করে, অংশীজনদেরকে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কার্যকর ও যথাযথভাবে যুক্ত না করে বিশেষ করে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে উপরে বর্ণিতভাবে প্রস্তাবিত আইনের প্রভাব মূল্যায়ন (Regulatory Impact Assessment) না করে নিজেদের মন মতো তৈরি করা খসড়া বা চূড়ান্ত আইন দেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে বা দেয়ার চেষ্টা করছে।

২। বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, নতুন দুটি অধ্যাদেশ (একটি চূড়ান্ত এবং একটি খসড়া)- এর ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আইনের মুসাবিদার (legal drafting) অতি সাধারণ নিয়ম কানুন ও উত্তম

চর্চাগুলো বিবেচনা করা হয়নি। উভয় ক্ষেত্রেই বাংলা ইংরেজি, সাধু-চলিত ভাষা মিশিয়ে জনসাধারণের কাছে অবোধ্য কারিগরি শব্দের যথেচ্ছ ও অযৌক্তিক ব্যবহার করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে, আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত বিভিন্ন স্তরের পুলিশ, বিচারক, আইনজীবী, ও পেশাজীবীদের ডিজিটাল সাক্ষরতা, আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও কারিগরি সক্ষমতার বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

৩। আলোচ্য খসড়াতে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে তার অনেক গুলোই সাংঘর্ষিক, এবং সেখানে সরকারী, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত তথ্যকে একসাথে মিশিয়ে ফেলার কারণে এবং অধ্যাদেশটি দেশ-বিদেশের সবার ক্ষেত্রে কার্যকরী হওয়ার কারণে এর বাস্তবায়ন কিভাবে হবে, বা আদৌ সম্ভব কিনা, তা বিবেচনা করা হয়নি বলে অনুমান করা যায়। আমরা মনে করি এর ফলে ইতোমধ্যে ধুকতে থাকা ব্যবসা-বণিজ্য সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট ও ভবিষ্যত উদ্যোক্তাদের কাছে ভুল বার্তা যাবে যা দেশে ভবিষ্যতের বিনিয়োগকে হুমকিতে ফেলবে।

৪। তথ্য ও উপাত্ত নিয়ে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বিভিন্ন আইন, নিয়ন্ত্রণ সংস্থা ও মন্ত্রণালয় [উদাহরণস্বরুপঃ সরকারী সংস্থা, আইন-প্রয়োগকারী সংস্থা, জাতীয় পরিচয়পত্র, টেলিযোগাযোগ, বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শেয়ার বাজার, স্বাস্থ্যখাত, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, ইত্যাদি]] আছে। যদিও বিভিন্ন জটিলতা আছে কিন্তু তারপরও তাদের সবার কাজের ধরণ এবং পরিধি, ইত্যাদি ইতোমধ্যে বিদ্যমান দেশের আইনে নির্ধারণ করা আছে। এ সকল সংস্থার সবার কাজের সমন্বয় কিভাবে করা হবে, সবার কাজের ধরন বিবেচনায় নিয়ে এমন সমন্বয় আদৌ করা যাবে কিনা তা নিয়ে দৃশ্যমান কোন নির্দেশনা আলোচ্য খসড়ায় নাই। উপরোন্তু বলা হচ্ছে যে, আলোচ্য অধ্যাদেশটি অবিলম্বে কার্যকর করা হবে [ধারা-১]। তাই, আমরা মনে করি, এই অধ্যাদেশ এইভাবে বাস্তবায়ন করা হলে তাতে তথ্য ও উপাত্তকে যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ কৌশলগত সম্পদ (strategic asset) হিসেবে ব্যবহার করছে বাংলাদেশে তা ব্যাহত হবে।

বড় দাগে, এই জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫- এর খসড়ার সীমাবদ্ধতাগুলো, বিশেষ করে এই অধ্যাদেশে যে একটি কর্তৃপক্ষ গঠনের কথা বলা হয়েছে তার গঠন এবং সক্ষমতা সংক্রান্ত দুর্বলতা ও ঝুঁকি সমূহ আমরা নীচে বর্ণনা করছি।

১। সাধারণ সীমাবদ্ধতাঃ

খোলা চোখে দেখলে মনে হয় যে, এই সরকারের আমলে অনুমোদন পাওয়া সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশে যেভাবে সাইবার নিরাপত্তা, সাইবার সুরক্ষা, সাইবার অপরাধ এবং অনলাইনে বাক স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলো সব একসাথে নিয়ে একটা আইন করার চেষ্টা করা হয়েছে, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই বিষয়গুলো যথাযথভাবে দেখভালের জন্য একের অধিক আইন আছে, তেমনি আলোচ্য জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫- এর খসড়ার ক্ষেত্রেও বিশ্বের অন্যান্য স্থানে প্রচলিত বেশ কিছু আইনের টুকরো টুকরো অংশ জোড়া দিয়ে একটি অধ্যাদেশ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের মাঝে তথ্য-উপাত্ত বিনিময়, আদান-প্রদান বা ভাগাভাগি সম্পর্কিত আইন [Data Sharing Law], এবং সরকারী অনুদানে বা সরকারের অধীনে করা গবেষণা বা বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কিত উন্মুক্ত তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক আইন (Open Data) এর সমন্বয়ে একটা অধ্যাদেশ করতে চেয়েছে। যদি তাই হয় তবে, এই অধ্যাদেশের বিধান কার্যকর করা কতোটুকু সম্ভব হবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায় কারণ এই অধ্যাদেশের বিধান দিয়ে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান চাইলেই বাধ্য করতে পারে না। অন্যদিকে, অন্যান্য দেশ

এ সম্পর্কিত একাধিক আইন করার কারণে বুঝে নিতে হবে যে, প্রতিটি বিষয় আলাদা এবং গুরুত্বপূর্ণ আর তাই ভিন্ন ধরনের প্রত্যাশা পূরণের জন্য করা হয়েছে।

আবার সরকার যুক্তি দিতে পারে যে, এখানে একটি মূল আইন করা হলো। পরে সহায়ক বা অধঃস্তন আইন দিয়ে বাকি কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে। তবে, এমন যুক্তিকে আমরা ঠিক মেনে নিতে পারি না কারণ আমাদের ডিজিটাল জগত সম্পর্কে বিভিন্ন আইনের অভিজ্ঞতা আমাদেরকে আশাবাদী করে না। আমরা দেখেছি, কিভাবে এ সম্পর্কিত মূল আইনগুলোর অধীনে দিনের পর দিন সহায়ক বা অধঃস্তন আইন না করে সমস্যার বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এছাড়া, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এবং ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এর খসড়াতে সরকার কোন কোন বিষয়ে বিধি বা প্রবিধিমালা তৈরী করবে তার কোন তালিকা যোগ করা হয়নি, শুধু সাধারণভাবে বলা হয়েছে যে, অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি বা প্রবিধি তৈরী করতে পারবে এবং খসড়া জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ বলা হয়েছে যে, সরকার খসড়া চূড়ান্ত করিবার লক্ষ্যে উহার উপর অংশীজন বা জনসাধারণের মতামত চাহিয়া ৩০ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করিয়া খসড়াটি কমপক্ষে বহুল প্রচারিত একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি দৈনিকে পত্রিকায় প্রকাশ করিবে। এ বিষয়টি নিয়েও আমাদের সংশয় থেকে যায় কারণ বাংলাদেশে সাধারণভাবে সহায়ক বা অধঃস্তন আইন প্রশাসনিক পর্যায়ে নির্বাহীরা করে থাকেন এবং সাধারণত এভাবে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে মতামত চাওয়া হয় না। আবার মতামত চেয়ে তা যদি বিবেচনা না করা হয়, যেমনটা করা হয়েছে সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে যা জাতিসংঘের মতো প্রতিষ্ঠান বলেছে, তাহলে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার দরকার কি?

২। বিভ্রান্তিকর দীর্ঘ শিরোনাম এবং প্রস্তাবনা

যেকোন আইন বা অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে এটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য এবং উক্ত আইন বা অধ্যাদেশের বিভিন্ন বিধানের ব্যাখ্যায় এর দীর্ঘ শিরোনাম (Long Title) এবং প্রস্তাবনা (Preamble) সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা মনে করি যে, এই খসড়া অধ্যাদেশের দীর্ঘ শিরোনাম (Long Title) এবং প্রস্তাবনা (Preamble) ত্রুটিপূর্ণ। এখানে বলা হয়েছে যে,

"ব্যক্তিগত উপাত্ত স্বেচ্ছায় প্রক্রিয়াকরণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা, উদ্দেশ্যের নিরিখে উক্ত উপাত্তের আইন সম্মত ব্যবহার, ব্যক্তিগত উপাত্তের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া উহার মজুদ, সংরক্ষণ, স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যসম্পাদনে ও দায়িত্ব পালনে আইনি বিধানের লঙ্ঘন বা বিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রতিকার, এবং সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাঝে আইনানুগভাবে ব্যক্তিগত উপাত্ত বা অন্য কোনো উপাত্ত পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে আন্তঃপরিচালন নিশ্চিতকরণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত"

আলোচনার সুবিধার্থে বলা যায় এবং অবস্থাদৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, এখানে বড় দাগে দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই অধ্যাদেশ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে-

(ক) ব্যক্তিগত উপাত্ত স্বেচ্ছায় প্রক্রিয়াকরণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা, উদ্দেশ্যের নিরিখে উক্ত উপাত্তের আইন সম্মত ব্যবহার, ব্যক্তিগত উপাত্তের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া উহার মজুদ, সংরক্ষণ, স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যসম্পাদনে ও দায়িত্ব পালনে আইনি বিধানের লঙ্ঘন বা বিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রতিকার;

এবং

(খ) সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাঝে আইনানুগভাবে ব্যক্তিগত উপাত্ত বা অন্য কোনো উপাত্ত পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে আন্তঃপরিচালন নিশ্চিতকরণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত।

আমরা আগেই বলেছি যে, ধরন অনুযায়ী তথ্য বা উপাত্তকে তিনভাগে ভাগ করা হয় এবং যা উপরিউক্ত খসড়া অধ্যাদেশের দীর্ঘ শিরোনাম (Long Title) এবং প্রস্তাবনা (Preamble) এর প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু, বিশ্বের অন্যান্য দেশে এ ধরনের তথ্য বা উপাত্তকে যথাযথভাবে প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন করা হয় এবং সেই সব আইনের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃপক্ষ গঠন করে সেই আইনের বিধানগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয়।

আমাদের দেশেও ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশের একটি খসড়া প্রকাশিত হয়েছে, যদিও তা এখনো চূড়ান্ত করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। যেহেতু, এ সম্পর্কিত ভিন্ন একটি খসড়া আছে, তাই সেই খসড়াতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো আবার এখানে জুড়ে দেয়ায় তা কেবল বিভ্রান্তিই বাড়াবে বলে আমরা মনে করি। যদিও, আলোচ্য জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়ার ধারা ৩-এ বলা হচ্ছে যে, আন্তঃপরিচালনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের . . . . নং অধ্যাদেশ) এর বিধানাবলি পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তিমুলক (mutually inclusive) করা হয়েছে।

পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তিমুলক (mutually inclusive) এই বিধানটিও আবার বিভ্রান্তিকর, কেননা সারা বিশ্বে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের বিধান বাস্তবায়নের জন্য যে কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়, তা সেই আইনের অধীনেই করা হয়, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের বিধান এক আইনে আর তা বাস্তবায়নের বিধান ভিন্ন কোন আইনে রাখার এমন কোন উদাহরণ সারা বিশ্বে আছে বলে আমাদের জানা নাই। এমন অভূতপূর্ব ও অযৌক্তিক পথে সরকার কেন যাচ্ছে, তা বোধগম্য নয়।

৩। কর্তৃপক্ষ ও পালন অযোগ্য কাজের পরিধিঃ

আলোচ্য জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়ার ধারা ১ এ বলা হচ্ছে যে, " (৩) ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর পরিধিভুক্ত যেকোন বিষয় বা বিধানের প্রয়োগ এই অধ্যাদেশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের উপর ন্যাস্ত থাকিবে।" আমরা যাচাই করে দেখেছি যে, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫-এ ব্যক্তিগত উপাত্তের সংজ্ঞা অসম্ভব ব্যাপক এবং যে কোন পরিস্থিতিতে সেই সংজ্ঞা ব্যবহার করার সুযোগ আছে।

যদি তাই হয়, তবে, ধারা ১-এ যখন আবার বলা হয় যে, "উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত ব্যক্তিগত উপাত্তের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধিতে সৃষ্ট ও রক্ষিত **ব্যক্তিগত অন্য যেকোন উপাত্ত বা তথ্য** একাধিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার মাঝে পারস্পরিক সমাঝোতার ভিত্তিতে উদ্দেশ্যের নিরিখে আইন সম্মতভাবে আন্তঃপরিচালন (interoperability) এবং সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।"- এই ধারাতে অন্য কোন ধরনের ব্যক্তিগত উপাত্ত বলতে কি বুঝানো হয়েছে তা বোধগম্য নয়।

এই অসংলগ্নতা ছাড়াও খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ১ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধানসমূহ বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে যে, এদের পরিধি এতোই ব্যাপক যে, এই উপধারাগুলোর বিধান ডিজিটাল জগতের সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করবে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং সরকারী সংস্থার কারিগরি সক্ষমতা ও দক্ষতা বিবেচনায় নিয়ে এ কথা নির্দ্বিধায় বলে দেয়া যায় যে, খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ৮ ও ৯ এর অধীনে গঠন করা পাঁচ সদস্যের কর্তৃপক্ষের পক্ষে এদের বাস্তবায়ন অসম্ভব। এর কারণ ডাটা বা তথ্য-উপাত্তের প্রকৃতি- প্রতি মুহূর্তে চিরস্থায়ী প্রকৃতির এবং

সহজে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায় এমন বিপুল পরিমানের ডাটা উৎপাদন হয় যে তা সঠিকভাবে গণনা করা বিশ্বের সবচাইতে শক্তিশালী কম্পিউটারের পক্ষেও সম্ভব নয়, কেননা গণনা সম্পন্ন করতে যে সময় লাগবে ততক্ষণে আবার অসংখ্য ডাটা উক্ত হিসেবে যোগ হবে। আমরা মনে করি, এমন বিধান করার আগে তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত বাংলাদেশের বিদ্যমান সকল আইন, বিশেষ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলী আবার পর্যালোচনা ও পুনর্বিবেচনা করতে হবে। যদিও, খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ১-এ বলা হচ্ছে যে, 'এই অধ্যাদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে'।

৪। ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা এবং অসংলগ্নতা

খসড়া অধ্যাদেশের ধারা-২ তে অনেক গুলো শব্দকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যেগুলো সমগ্র আইনে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা হয়নি। প্রশ্ন জাগে, তাহলে এই শব্দগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হলো কেন? অন্যদকে আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ শব্দকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। যেমনঃ এই খসড়া অধ্যাদেশের প্রেক্ষিতে "আন্তঃপরিচালন (Interoperability)" শব্দটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর সংজ্ঞাতে বলা হচ্ছে-

"আন্তঃপরিচালন (Interoperability)" অর্থ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন তথ্য-ব্যবস্থা ও সেবার মধ্যে এমন একটি সমন্বয়মূলক সক্ষমতা, যাহার মাধ্যমে উপাত্ত ও সেবা প্রযুক্তিগত (Technological), অর্থগত (Semantic), আইনি (Legal) ও সাংগঠনিক (Organizational) স্তরে নিরাপদ, প্রমিত ও অর্থপূর্ণভাবে বিনিময় ও ব্যবহারযোগ্য হয় এবং জনসেবামূলক উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন ব্যবস্থাপনার অধীন সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সমন্বিত, দক্ষ ও আইনসম্মতভাবে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য;"

এই সংজ্ঞাতে ব্যবহৃত "তথ্য-ব্যবস্থা ও সেবা" এবং "জনসেবামূলক উপাত্ত" শব্দগুলো এই অধ্যাদেশের বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই শব্দগুলোর কোন সংজ্ঞা এই অধ্যাদেশে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

আবার, যদিও বলা হচ্ছে যে, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (২০২৫ সনের . . . . নং অধ্যাদেশ) এর বিধানাবলি পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তিমুলক (mutually inclusive), কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একই শব্দ আবার দুই খসড়া অধ্যাদেশে দুইভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

৫। জরুরী পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টা/প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও নির্দেশনাদানের ক্ষমতাঃ

খসড়া অধ্যাদেশের ধারা ৭-এ অধ্যাদেশের আওতাভুক্ত বা সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন জরুরি পরিস্থিতি উদ্ভব হলে তার তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য প্রধান উপদেষ্টা বা প্রধানমন্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, এই অধ্যাদেশের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক এবং ডিজিটাল জগতের সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

প্রশ্ন হচ্ছে- (ক) প্রধান উপদেষ্টা বা প্রধানমন্ত্রীর কি সেই দক্ষতা আছে বা থাকবে? (খ) দেশের সতের-আঠারো কোটি মানুষের জীবন ও সম্পদ সম্পর্কিত জরুরী অবস্থা মকাবেলায় নেয়া কোন সিদ্ধান্তের পরিনতি ভুল হলে এর দায় কে নিবে? (গ) জরুরী অবস্থা বলতে কি বুঝায়? জরুরী অবস্থায় ধরণ কেমন হবে? কোন পরিস্থিতিতে প্রধান উপদেষ্টা বা প্রধানমন্ত্রী এমন সিদ্ধান্ত নিবেন?

এমন কিছু প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর না পাওয়া গেলে এই বিধান দিয়ে পুরো ডিজিটাল জগতকে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ তৈরি হবে বলে আমরা মনে করি।

৬। কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতাঃ

সারা বিশ্বে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের অন্যতম খুটি হচ্ছে স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ এবং এই আইন তৈরির ইতিহাস এবং দর্শন বলে যে, এমন প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের বিধান করা হয়েছে যেনো সরকার বা এর বিভিন্ন সংস্থা যথেচ্ছভাবে জনগণের ব্যক্তিগত তথ্যের অব্যবহার করে হয়রানী করতে না পারে।

যদিও আলোচ্য জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালনা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়ার ধারা ২৭-এ বলা হচ্ছে যে, জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালনা "কর্তৃপক্ষ উহার দায়িত্ব পালন ও কার্যসম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বাধীন থাকিবে", কিন্তু ধারা ১২-তে আবার বলা হচ্ছে যে, কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্ত্রী পরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ৩ সদস্যের একটি বাছাই কমিটি প্রস্তুত করা হবে যারা ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও সনদ যাচাই এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণ সাপেক্ষে উক্ত-পদে নিয়োগের জন্য প্রস্তাব প্রদান করিবে। কর্তৃপক্ষ আবার অধ্যাদেশের অধীনে দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি-নির্দেশনা (policy guidelines) অনুসরণ করিবে।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই প্রক্রিয়ায় সরকারের পছন্দ এবং অনুগত লোকজনই এই সুযোগ লাভ করবেন বলে কোন দ্বিধা ছাড়াই বলে দেয়া যায়। আবার কর্তৃপক্ষ যদি অধ্যাদেশের অধীনে দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি-নির্দেশনা (policy guidelines) অনুসরণ করে তাহলে তারা কিভাবে স্বাধীন থাকবেন বা স্বাধীনভাবে কাজ করবেন? তাদের দ্বারা জনগণের সুরক্ষার চাইতে সরকারের ইচ্ছা বাস্তবায়নই বেশি গুরুত্ব পাবে তা আমরা আমাদের এতোদিনের অভিজ্ঞতা দিয়েই অনুমান করতে পারি।

তবে, ধারা ১০-এ বলা সরকারী চাকুরিতে নিয়োজিত ব্যক্তি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত করে জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালনা কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বা সদস্য নিয়োগের জন্য নির্বাচিত হলে "শুধুমাত্র সরকারী চাকুরির অবসান ঘটাইয়া" যোগদান করার বিধান এবং কর্তৃপক্ষের কাজের আওতাভুক্ত কোন ব্যবসায়িক কাজে জড়িত না হওয়ার বিধান সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

কিন্তু, বাংলাদেশের সরকারী চাকুরির সোনার হরিনের বাজারে একজন সরকারী কর্মকর্তা ১০-১৫ বছর সরকারী চাকুরি করে [ধারা ১০ (১) (ক) ও ১ (খ)] সেই চাকুরির অবসান ঘটিয়ে এই দায়িত্ব নিবেন- এই বিধান বাস্তবায়ন করা যাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাই যায়। কারণ, তার কাজের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৬-৮ বছর [ধারা ১২ (৩) ও ১২ (৪)]। এই দায়িত্ব পালন শেষে তিনি কি করবেন? তিনি তো সরকারী চাকুরি ছেড়ে এসেছেন।

আবার, নিজ নামে ব্যবসা না করে গোপনে পরিচিতদের দিয়ে ব্যবসা করালে তা কিভাবে ধরা যাবে, বাংলাদেশের বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়ে সেটা নিয়েও সন্দেহ করা যায়।

৭। নির্বাহী চেয়ারম্যানের কার্যাবলীঃ

আলোচ্য জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়ার ধারা ১৬ এবং ১৭-তে "নির্বাহী চেয়ারম্যানের" কথা বলা হয়েছে যেখানে সম্ভবতঃ প্রস্তাবিত জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালনা কর্তৃপক্ষের "চেয়ারম্যানের" কথা বুঝানো হয়েছে, কেননা এর আগে "নির্বাহী চেয়ারম্যান" শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়নি।

ধারা ১৬(৪) এ বলা- "নির্বাহী চেয়ারম্যান উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ বা এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি, ও প্রবিধানের বিধানবলি সাপেক্ষে তাহার ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করিবেন"- আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু, ধারা-১৭-তে বলা- "নির্বাহী চেয়ারম্যান, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ বা এই অধ্যাদেশে বর্ণিত কর্তৃপক্ষের

কার্যাবলি উদ্দেশ্যের নিরিখে সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য সময়োপযোগি কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।”- বিশেষ করে, “সফলভাবে বাস্তবায়ন” এবং “সময়োপযোগি কার্যকরি পদক্ষেপ” এই শব্দগুলি আমরা মনে করি খুব সাধারণ এবং অস্পষ্ট। এগুলো মাপার যেমন কোন মানদন্ড নাই তেমনি এগুলো চেয়ারম্যানকে স্বেচ্ছাচারীভাবে ক্ষমতা প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে পারে ।

৮। কর্তৃপক্ষের অসীম কার্যাবলী ও ক্ষমতা

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, বিগত সরকারের আমলে প্রণীত ডিজিটাল ও সাইবার নিরাপত্তা আইনগুলোর মতোই আলোচ্য খসড়াতেও নির্বাহীদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত একটি শক্তিশালী ও কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর প্রস্তাব করা হয়েছে, যার নজরদারিতে নেই কোনো বিচারিক তত্ত্বাবধান বা কোনো জবাবদিহি। কেননা, এই জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়ায় প্রস্তাবিত কর্তৃপক্ষকে অসীম এবং আইনানুগ “সে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন” করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্রতিকারের জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

প্রস্তাবিত কর্তৃপক্ষকে যদি সরকারের উন্মুক্ত তথ্য-উপাত্ত বা সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাঝে আদান-প্রদানকৃত তথ্য-উপাত্ত বিষয়ক দায়িত্ব দেয়া হয় তবে আমাদের কোন আপত্তি নাই। যদিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে বিদ্যমান নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাজ কিভাবে সমন্বয় করা হবে তা বিবেচনায় নিতে হবে, কেননা অধ্যাদেশটি বাস্তবায়নের জন্য কোন সময় দেয়া হচ্ছে না এবং বলা হচ্ছে যে, এটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কিন্তু একই কর্তৃপক্ষ সরকারী, ও বেসরকারী তথ্য, বিশেষ করে জনগণের ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত একই কর্তৃপক্ষের অধীনে থাকা কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয় এবং তা যে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা আমরা এই প্রতিবেদনের ভূমিকাতেই বলেছি। আমরা এও বলেছি যে, ব্যক্তিগত তথ্য-উপাত্ত এর নানামুখি ব্যবহার আছে এবং এর প্রকৃতি ভিন্ন। তাই এ ধরনের তথ্য সুরক্ষার জন্য ভিন্ন স্বাধীন সংস্থা থাকাই বাঞ্ছনীয়। অন্যথায়, এ ব্যবস্থা জনগনের উপির নিয়মতান্ত্রিক নজরদারীর পথকে সহজতর করবে।

৯। শাস্তি বা জরিমানার বিধানঃ

জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর খসড়ার ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রশাসনিক জরিমানা নিয়ে বিধান করার সময় ৪০ ধারাতে সাধারণভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, “ . . . কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোন আইনগত দলিলের বিধান লঙ্ঘন করিলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে . . . . টাকা প্রসাশনিক জরিমানা আরোপ করা যাইবে।” অধ্যাদেশের বিভিন্ন বিধানের লঙ্ঘনের মাত্রা স্বাভাবিকভাবেই ভিন্ন হবে কিন্তু এখানে সাধারনভাবে একটা পরিমান লিখে দেয়া হয়েছে। এর ফলে, সকল অপরাধের একক শাস্তিসহ ঐ বিধানের ইচ্ছিক প্রয়োগ ঘটার সম্ভাবনা থাকবে বলে আমরা মনে করি।

আবার, সপ্তম অধ্যায়ে ‘অপরাধ, বিচার ও দন্ড’ নিয়ে বিধান করার সময় ধারা ৪৩-এ বলা হচ্ছে যে, ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশের ধারা ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২ এ বিধৃত বিধানে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত যেকোন ঘটনার প্রতিকার প্রার্থণা করিয়া উপাত্তধারী ট্রাইব্যুনালের নিকট লিখিত অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

কিন্তু, মজার বিষয় হিসেবে, এই দুই খসড়া অধ্যাদেশের কোথাও ট্রাইব্যুনাল বলতে কোন ট্রাইব্যুনালকে বুঝানো হয়েছে তা নিয়ে কোন বিধান নাই। আবার তদন্তকারী কর্মকর্তার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তার কোন যোগ্যতা বা দক্ষতা সম্পর্কিত কোন বিধান নাই, শুধু জাতীয় উপাত্ত ব্যবস্থাপনা ও আন্তঃপরিচালন অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর

খসড়ার ২১ ধারাতে বলা হচ্ছে যে, “কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি এবং চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে” এবং ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর সর্বশেষ খসড়ার ৩৩ ধারাতে বলা হচ্ছে- কর্তৃপক্ষ লিখিত আদেশ দ্বারা কোন একজন অফিসারকে অধ্যাদেশের বিধান লঙ্ঘনের ঘটনা অনুসন্ধান ও তদন্ত করার ক্ষমতা অর্পন করতে পারবে।

আবার, বিভিন্ন অপরাধ বর্ণনা করা হচ্ছে এক অধ্যাদেশে এবং দুই অধ্যাদেশ পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তিমুলক (mutually inclusive) এই যুক্তিতে বিচার ও দন্ডের বিধান করা হচ্ছে অন্য আইনে। আমরা মনে করি এই ব্যাপারটি আইনের বিধান প্রয়োগে ও বাস্তবায়নে অহেতুক জটিলতা বাড়াবে।

১০। অন্যান্য আইনের সাথে সম্পর্কঃ

বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক আইনে তথ্য ও উপাত্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান রয়েছে। সেই সব আইনের বিধানের সাথে এই অধ্যাদেশের সম্পর্ক কি তা নিয়ে খসড়ার মধ্যে কোন বিধান নাই। এর ফলে, এই খসড়ার বাস্তবায়ন নতুন করে জটিলতার তৈরিই করবে আমরা মনে করি।

উপসংহারঃ

পরিশেষ আমরা বলতে চাই ব্যক্তিগত তথ্য বা উপাত্ত সুরক্ষা নিয়ে যে আইন বা অধ্যাদেশ যেটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সেটিই এখনো চূড়ান্ত নয়। ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার জন্য যে তদারকি সংস্থার দরকার তার বিধান সেই আইন বা অধ্যাদেশেই করার সুযোগ আছে এবং সেটাই যৌক্তিক ও বিশ্বের অন্যান্য দেশে অনুসরণকৃত উন্নত চর্চা। সেই অধ্যাদেশ এ ধরনের বিধান না করে নতুন করে অন্য অধ্যাদেশে এমন বিধান জুড়ে দিলে তা সমস্যার পরিমান শুধু বাড়াবেই বলে আমরা মনে করি।
এছাড়া, আমরা ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন বলতে যা বুঝি তা সারা বিশ্বে ধীরে ধীরে গত সাত দশকে একের পর এক ধারা বা বিধান পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপর আজকের এই অবস্থায় এসে দাড়িয়েছে এবং এই পুরো প্রক্রিয়াতে স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্টানের গুরুত্ব অপরিসীম। অথচ এ খসড়া অধ্যাদেশে প্রস্তাবিত কতৃর্পক্ষের গঠন থেকে শুরু করে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রয়োগ সহ সর্বব্যাপী সম্পুর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রনের বিধান করা হয়েছে। অন্যদিকে, অধ্যাদেশের বিধান বাস্তবায়নের জন্য কোন সময় দেয়া হচ্ছে না এবং সময় না দিয়ে তা জনগন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দেয়ার যে অপচেষ্টা করা হচ্ছে তাকে আমরা নিন্দা জানাই।

আমরা মনে করি, সংশ্লিষ্ট খাতের বিশেষজ্ঞদের জড়িত করে কোন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা বা গবেষণা না করে কেবল মাত্র প্রশাসনিক উদ্যোগে এমন আইন বা অধ্যাদেশ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। আমাদের প্রস্তাব- তড়িঘড়ি করে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন না করে বরং বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য সহায়ক বা অধঃস্তন আইন তৈরিতে মনোযোগ দেয়া এবং একান্তই যদি কিছু করতে হয় তবে পাইলট আকারে ছোট পরিসরে উদ্যোগের প্রভাব যাচাই করা। অন্যথায়, প্রশাসনিক উদ্যোগে অধ্যাদেশ প্রণয়নের এমন কাজে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান হবে না নতুন করে জটিলতা বাড়বে, জনগনের করের টাকায় গড়ে উঠা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থের অপচয় হবে। বর্তমান খসড়ার ওপর ভিত্তি করে প্রনীত আইনের মাধ্যমে বহুমাত্রিক ক্ষমতার অপব্যবহার ও অধিকার হরনের ব্যাপক সুযোগ বাড়বে। টিআইবি মনে করে খসড়া অধ্যাদেশটি সরকারি, ব্যাক্তিগত ও ব্যবসায়িক তথ্যের ওপর নজরদারি সহায়ক আইনে পরিণত হওয়ার ব্যাপক ঝুঁকি সৃষ্টি করবে। যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।